লাক্ষা ফসল

লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা ক্যারিয়া লাক্ষা কর্তৃক নিঃসৃত লালা বা আঠালো রস রজন জাতীয় পদার্থ। লাক্ষা পোকার ত্বকের নিচে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক প্রকার গ্রন্থি থেকে আঠালো রস নিঃসৃত হয় যা ক্রমশ শক্ত ও পুরু হয়ে পোষক গাছের ডালকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পোষক গাছের ডালের এই আবরণ লাক্ষা বা লাহা নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে ডালের সেই আবরণ ছাড়িয়ে ও শোধিত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। সাধারণত লাক্ষা চাষের জন্য পৃথক কোন জমির প্রয়োজন পড়ে না। লাক্ষার পোষক গাছসমূহ জমির আইল বসতবাড়ির আশেপাশে, খালের পাড়, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে পরিত্যক্ত স্থানসমূহে লাগানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাৎসরিক চাহিদার মাত্র এক দশমাংশ লাক্ষা উৎপাদিত হয়। এ ছাড়াও লাক্ষার বহুবিধ ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই লাক্ষা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের আওতায় এনে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদনের পাশাপাশি বিশাল কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সম্ভব।

লাক্ষা পোকা

লাক্ষা চাষ করতে হলে পোষক গাছের প্রয়োজন হয়। যে সকল গাছের রস শোষণ করে লাক্ষা পোকা জীবন ধারণ করে ও বংশ বিস্তার করে তাদেরকে লাক্ষা পোকার পোষক গাছ বলে। লাক্ষা চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পোষক গাছ হচ্ছে, কুল, কড়ই, পলাশ, খয়ের, বাবলা, ডুমুর ইত্যাদি।

দুই ধরনের লাক্ষা পোকা বিভিন্ন ধরনের লাক্ষা ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। কুল, পলাশ, বাবলা ইত্যাদি পোষক গাছসমূহে যে সমস্ত পোকা লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং লাল বলে তাদের রঙ্গিনী পোকা বলে। অন্যদিকে আর এক ধরনের লাক্ষা কীট কেবলমাত্র কুসুম গাছে ভালভাবে বৃদ্ধিলাভ ও বংশ বিস্তার করতে পারে এবং যে লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং হলুদ বা কুসুমী বলে এরা কুসুমী পোকা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ কুসুমী পোকার অপর্যাপ্ততার কারণে সাধারণত রঙ্গিনী পোকা দ্বারা লাক্ষার চাষ করা হয়। যে মাসে লাক্ষা ফসল কাটা হয় সে মাসের নাম অনুসারেই ফসলের নাম করণ করা হয়ে থাকে। রঙ্গিনী পোকা থেকে বৎসরে দুই বার, বৈশাখ মাসে ও কার্ত্তিক মাসে ছাড়ানো লাক্ষা পাওয়া যায়। বৈশাখী ফসল পেতে প্রায় ৮ মাস সময় লাগে, অন্যদিকে মাত্র ৪ মাসেই কার্ত্তিকী ফসল পরিপক্কতা লাভ করে। বীজের জন্য কার্ত্তিকী ফসল এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বৈশাখী ফসল করা উত্তম।

লাক্ষা চাষ পদ্ধতি

১. সময়মত পোষক গাছ ছাঁটাই করা লাভজনক লাক্ষা উৎপাদনের পূর্বশর্ত। সাধারণত কার্ত্তিকী ফসলের জন্য মধ্য-ফেব্রুয়ারি এবং বৈশাখী ফসলের জন্য মধ্য-এপ্রিল পোষক গাছসমূহ ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়।

২. গাছ ছাঁটাই করার পর কচি ডালের বয়স কার্ত্তিকী ফসলের ক্ষেত্রে ১০৫ থেকে ১২০ দিন এবং বৈশাখী ফসলের ক্ষেত্রে ১৬০ থেকে ১৮০ দিন হলে তা লাক্ষা লাগাবার উপযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় বীজ লাক্ষা (লাক্ষা পোকা সমেত খণ্ড খণ্ড পোষক ডাল) পোষক গাছের ডালে এমনভাবে আটকিয়ে দিতে হবে যাতে কাঠির দু'প্রান্তই কচি ডালের সাথে ভালভাবে লেগে থাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া হলে ৩-৭ দিনের মধ্যে লাক্ষা পোকা কচি ডালে বসে যাবে। লাক্ষা বীজ লাগানোর ৪ সপ্তাহ পরে যদি সংক্রমিত ডালগুলি সাদা তুলার মত আবরণে আবৃত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে লাক্ষা ফসল ভাল অবস্থায় রয়েছে।

লাক্ষা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পরই ফসল কাটা উচিত। কার্ত্তিকী ফসল কার্তিক মাসে এবং বৈশাখী ফসল বৈশাখ মাসে কাটার উপযুক্ত সময়। তবে বীজ লাক্ষা পেতে হলে লাক্ষা পোকা ঝাঁক বেঁধে বের না হওয়া পর্যন্ত ফসল কাটা যাবে না। সাধারণত কার্ত্তিকী ফসলে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং বৈশাখী ফসলে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশু লাক্ষা পোকা ঝাঁক বেঁধে বের হতে দেখা যায়।

৩. লাক্ষা ফসল কাটার পর দা বা হাঁসুয়ার সাহায্যে কাঠি হতে লাক্ষা ছড়িয়ে ফেলতে হবে। বীজ লাক্ষা যত শীঘ্র সম্ভব নতুন গাছের কচি ডালে লাগতে হবে। নতুন গাছে লাক্ষা পোকা বসে গেলে লাক্ষাসমেত বীজ লাক্ষার কাঠিগুলোকে গাছ থেকে নামিয়ে পোষক ডাল হতে পরিপক্ক লাক্ষা দা বা হাঁসুয়ার সাহায্যে ছাড়ানো হয় যা 'ছাড়ানো লাক্ষা' নামে পরিচিত। ছাড়ানো লাক্ষা বেশি দিন ঘরে না রেখে দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা ভাল।

বরই গাছের ডালে লাক্ষা পোকা

বরই গাছে লাক্ষা

ছাড়ানো লাক্ষা

দানা লাক্ষা

চাঁচ

টিকিয়া

লাক্ষার ব্যবহার

১. কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশ করা, বিভিন্ন ধরনের বার্নিশ, পেইন্ট ইত্যাদি ও পিতল বার্নিশ করার কাজে।
২. অস্ত্র ও রেলওয়ে কারখানায়।
৩. বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানায় অপরিবাহী বার্নিশ পদার্থ হিসেবে।
৪. বিভিন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে আঠালো বন্ধনকারী পদার্থ হিসেবে।
৫. চামড়া রং করার কাজে।
৬. স্বর্ণালংকারের ফাঁপা অংশ পূরণে।
৭. লবণাক্ত পানি হতে জাহাজের তলদেশ রক্ষা করার কাজে বার্নিশ হিসেবে।
৮. লাক্ষার উপাদান, আইসো এমব্রিটোলিডি, পারফিউম শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
৯. লাক্ষা হতে নিগর্ত আরেকটি উপাদান, এ্যালুউরিটিক এসিড, পারফিউম শিল্পে, পোকার যৌন আকৃষ্টকরণ পদার্থ (Sex pheromone) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
১০. ডাকঘরের চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি সীলমোহর করার কাজে।
১১. পুতুল, খেলনা, আলতা, নখরঞ্জন, শুকনা মাউন্টিং টিস্যু পেপার ইত্যাদি তৈরির কাজে।
১২. ঔষধ শিল্পে ক্যাপসুলের কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৩. আপেল, কমলা ইত্যাদি ফলের সংরক্ষণ গুণ বাড়ানোর জন্য কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৪. চকলেট, চুইংগাম ইত্যাদির কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৫. ইউরিয়া সারের কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা চাষে আয়-ব্যয়

পোষক গাছের নাম	লাক্ষা উৎপাদনে গাছপ্রতি খরচ (টাকা)	গাছপ্রতি ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদন (কেজি)	গাছপ্রতি আয় (টাকা)	নীট মুনাফা (টাকা)
কুল	৪০০	১০	২৫০০	২১০০
শিরিষ	১৫০০	৪০	১০০০০	৮৫০০
পলাশ	৪০০	৭	১৭৫০	১৩৫০
বাবলা	৪০০	৫	১২৫০	৮৫০